ডেঙ্গুর জন্য দায়ী আবহাওয়া, মৃত্যু সবসময়েই কষ্টের : মুখ্যমন্ত্রী

নবান্নে ডেঙ্গু নিয়ে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়েছেন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়, হাওড়ার মেয়র ডাঃ রথীন চক্রবর্তী, মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য প্রমুখ। *ছবি-শ্যামল মৈত্র*

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধারণ জ্বর থেকে শুরু করে ডেঙ্গু ও অন্যান্য মশাবাহিত রোগ নিয়ে এখনই আতঙ্কিত হওয়ার মতো অবস্থা হয়নি এ রাজ্যে। সোমবার নবান্নে স্বাস্থ্য বিষয়ক এক বৈঠক শেষে এমনটাই দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনও তিনি দাবি করেন, ডেঙ্গু নিয়ে অহেতুক আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে। বেসরকারি নার্সিংহোম, প্যাথোলজিক্যাল ক্লিনিকগুলিতেও এ বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে। 'হু'-এর গাইড লাইনের বাইরে যারা ডেঙ্গুর রিপোর্ট তৈরি করছেন, এ রকম তিনটি ল্যাবরেটরির লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙর সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল মালদহ, কৃষ্ণনগরের প্রতিটি ব্লকে জ্বর ও ডেঙ্গুর প্রভাব পড়েছে।

মূলত আবহাওয়ার তারতম্যের জেরেই এই রোগের বাড়বাড়ন্ত বলে মনে করা হচ্ছে। বিগত দিনে স্বাস্থ্য বিষয়ক বৈঠকের শেষে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন, শহর ও শহরতলির গ্রামে-গঞ্জে এই রোগের প্রকোপের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে ব্লিচিং পাউডার, মশা তাড়ানোর কামান, মশা মারার তেল বা ওষুধ ছড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু খুব স্বল্প স্থানেই এই ধরনের কাজ করা হয়েছে বলে সাধারণভাবে খবর মিলেছে। যদিও সরকারি আধিকারিকরা এ কথা মানতে রাজি নন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলি থেকে শুরু করে পুরসভাগুলির উদ্দেশ্যে নির্দেশ দিয়েছেন, অবিলম্বে প্রতিটি এলাকায় ডেঙ্গু নিয়ে সতর্কতা, সচেতনতা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়ে রাস্তায় নেমে কাজ না করলে প্রয়োজনে বোর্ড ভেঙে দেওয়া হবে বলেও সাফ জানান মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েত দফতর, পুর দফতর ও রুরাল ডেভেলপমেন্ট থেকে টাকা দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। যদি বরাদ্দকৃত টাকা পেয়ে যথাযথ কাজ না করে কেউ, তবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মানুষের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে কোনওরকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলেও এদিন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এ রাজ্যে ডেঙ্গু ও মশাবাহিত রোগের প্রকোপ যথেষ্ট কম বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

ডেঙ্গুর জন্য আবহাওয়াকেই কার্যত দায়ী করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, বন্যার পর ম্যালেরিয়া, ডায়েরিয়া, জ্বর এই ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। তাই ডেঙ্গুতে এবার অনেক বেশি আক্রান্ত হচ্ছে বলে মত প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর কথায়, সরকারি তরফে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সরকারি হাসপাতালগুলিতে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বেসরকারি হাসপাতালে ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে সেগুলি প্রকৃতভাবে ডেঙ্গুতে মৃত্যু কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ডেঙ্গু নিয়ে বিভ্রান্তি না ছড়ানোর আবেদনও তিনি জানান, এদিন নবান্নের বৈঠকের মধ্য দিয়ে। তবে পরিবেশ ও আবহবিদ্‌দের মতে, রাজ্যে শীতের প্রকোপ মূলত বৃদ্ধি পায় ডিসেম্বর মাসে। তাই অক্টোবর পেরিয়ে নভেম্বরেও ডেঙ্গু দাপট বজায় থাকবে বলে আশঙ্কা।

এক নজরে মুখ্যমন্ত্রী

- সরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গুতে মারা গিয়েছে ১৩ জন।
- বেসরকারি হাসপাতালে মারা গিয়েছে ২৭ জন।
- সতর্কতা, পরিচ্ছন্নতা নিয়ে রাস্তায় না নামলে পুরবোর্ড ভাঙার ইঙ্গিত।
- সরকার ব্যবস্থা নিয়েছে। সব পুরসভাকে সতর্ক করা হয়েছে।

এবারও ভোট দেবেন দেশের প্রথম নাগরিক

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর : বাড়ি থেকে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ গাড়িতে করে তিনি পৌঁছবেন ভোটদান কেন্দ্রে। ভোটদান কেন্দ্রে পৌঁছে যাওয়ার পর তাঁর জন্য আয়োজন করা হয়েছে বিশেষ সংবর্ধনা সভা। ইনি হলেন শ্যামশরণ নেগি। ১৯৫২ সালে ভারতে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে। কিন্তু দুর্গম কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশের বিস্তীর্ণ অংশ তুষারে ঢেকে থাকে এই দু'টি মাসে। তাই ১৯৫২ সালের ২৫ ডিসেম্বর স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচন গ্রহণ করা হয় হিমাচল প্রদেশে। সেই নির্বাচনেই দেশের প্রথম নাগরিক হিসেবে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিলেন তৎকালীন মাণ্ডি মাহাশুর লোকসভা কেন্দ্র। যেটি বর্তমানে মাণ্ডি লোকসভা কেন্দ্র বলে পরিচিত। বর্তমানে নেগির বয়স ১০০ পেরিয়ে গিয়েছে। হাঁটাচলায় কষ্ট। অশতিপর এই মানুষটি এখনও পর্যন্ত কোনও নির্বাচনে নিজের নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করেননি এমন ঘটনা ঘটেনি। তাই হিমাচল প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে বিশেষ সংবর্ধনা দেবে দেশের নির্বাচন কমিশন।

অক্সফোর্ড অভিধানে 'দাদাগিরি'

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর : এবার দাদাগিরি অক্সফোর্ড অভিধানে। অক্সফোর্ড অভিধানের নতুন সংস্করণে যে ৭০টি শব্দ জায়গা করে নিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে দাদাগিরি শব্দটি। তেলুগু, তামিল, উর্দু, হিন্দি, গুজরাতি সহ একাধিক ভারতীয় ভাষার শব্দগুচ্ছ স্থান পেয়েছে অক্সফোর্ড অভিধানে। এই শব্দগুলির মধ্যে দাদাগিরি ছাড়াও রয়েছে আব্বা, আম্মা, গুলামজামুন, বরা, মির্চমশালা, কিমা, ফান্ডা, টাইমপাস, নাটক ইত্যাদি। আবার চামচা শব্দও জায়গা করে নিয়েছে অক্সফোর্ড অভিধানে। অক্সফোর্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ভারতের কথা বলার ধরন, তাদের ঠিকানা, লিঙ্গ, পারিবারিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিচার করেই এই শব্দগুচ্ছগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এমনকী ইংরেজিতেও এই শব্দগুলির কোনও বিকল্প নেই। শুধু তাই নয়, অক্সফোর্ড কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছেন, শেষ চারটি দশকে ভারতীয় ভাষা ইংরেজি ভাষার ওপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। যার ফলে সমৃদ্ধ হয়েছে ইংরেজি ভাষার শব্দভাণ্ডার।

নীতীশকে তেজস্বীর তোপ

পাটনা, ৩০ অক্টোবর : আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব সোমবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেছেন, গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনে নীতীশ কুমার ৪-৫টি আসনে প্রার্থী দেবেন বলে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা বিস্ময়কর। তাঁর অভিযোগ, জেডিইউ মহাজোট ছেড়ে বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। উল্লেখ্য, জেডিইউ ৪-৫টি আসনে লড়াইয়ের কথা ঘোষণা করেছে।

বিমান অপহরণের হুমকি-চিঠি

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর : বিমান অপহরণের জেরে রবিবার গভীর রাতে ছড়াল তীব্র আতঙ্ক। মুম্বই থেকে দিল্লিগামী জেট এয়ারওয়েজের বিমানের শৌচাগার থেকে পাওয়া যায় একটি হুমকি দেওয়া চিঠি। যাতে লেখা ছিল, অপহরণকারীরা বিমানটি ঘিরে ফেলেছে। ১২ জন বিমানে আছে। বিমানটি অবতরণ করানোর কোনওরকম চেষ্টা না করে সোজা পাক অধিকৃত কাশ্মীরে উড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে। অবতরণের চেষ্টা করলেই মেরে ফেলা হবে যাত্রীদের। জিনিসপত্র রাখার জায়গাতেও বিস্ফোরক রাখা হয়েছে বলে জানানো হয়ে। এই হুমকি পাওয়ার পরেই তড়িঘড়ি বিমানের মুখ ঘুরিয়ে হায়দরাবাদ বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে বিমানটি। যদিও চিরুনি তল্লাশি চালিয়েও কিছু মেলেনি। রবিবার রাত ২.৫৫ নাগাদ ফের মুম্বইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয় বিমানটি।

ত্রিপুরায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার : ত্রিপুরার সিপাহীজালা জেলায় নাজুরপুড়া গ্রামে ১৮ জন বাংলাদেশ অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে ত্রিপুরা পুলিশ সূত্রে জানানো হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় এই অপরাধীরা স্বীকার করেছে, তারা বাংলাদেশের বাসিন্দা। কাজের খোঁজে চেন্নাই যাবেন বলে ভারতে ঢুকেছেন।

পুর এলাকায় দুঃস্থ, গৃহহীনদের জন্য বহুতল প্রকল্প রাজ্য সরকারের

স্টাফ রিপোর্টার : সোমবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এবার থেকে পুর এলাকায় দুঃস্থ গৃহহীনদের জন্য বহুতল প্রকল্প 'বাংলার বাড়ি' তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক শেষে এদিন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানান, শহরাঞ্চলে বসবাস করেন, অথচ শহরে যাদের নিজস্ব জমি বা বাড়ি নেই এবং বিপিএল তালিকাভুক্ত মানুষজন যাদের মাসিক আয় ১০ হাজার টাকার কম, এমন তফসিলি জাতি-উপজাতিদের জন্য এই বহুতল প্রকল্প 'বাংলার বাড়ি' তৈরির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এখানে জি+৩ প্রকল্পে এক-একটি বহুতলে ২৮৫ বর্গফুট এলাকা নিয়ে নির্মিত হবে এক-একটি ফ্ল্যাট। ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকার একটি ফ্ল্যাটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের অধীন সংস্থার দ্বারাই এই বহুতলগুলি নির্মিত হবে। আনুমানিক ১,২৭০ টাকা বর্গফুট হিসেবে এই ফ্ল্যাটগুলির মূল্য নির্ধারণ করা হবে। তবে এ বিষয়ে প্রতিটি পুরসভাকে নিশ্চিত করতে হবে প্রাপকরা দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করেন ও বিপিএল তালিকাভুক্ত। অন্যদিকে এ রাজ্যে তথা এ দেশে অনুষ্ঠিত হওয়া যুব বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর রাজ্যের সাফল্যে আরও একটি পালক সংযোজিত হয়েছে। তার মধ্যে তিন দেশের ফুটবলের প্রসারে এআইএফএফ বা সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে ৯০ বছরের লিজে একটি অফিস, ফুটবল স্টেডিয়াম, সেন্টার ফর এক্সেলেন্স এবং ফুটবল অ্যাকাডেমি গড়ে তুলতে জমি দেবে রাজ্য সরকার।

আধার কার্ডের শুনানি নিয়ে সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন করছে সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর : সরকারি পরিষেবা এবং সরকারের কল্যাণমূলক প্রকল্পে আধার কার্ড আবশ্যিক করার ক্ষেত্রে প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টে যে সব মামলা দায়ের হয়েছে, তার নিষ্পত্তির জন্য সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন করবে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র'র নেতৃত্বে গঠিত তিন বিচারপতির বেঞ্চ বলেছে, নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে এইসব আবেদনের শুনানি হবে সাংবিধানিক বেঞ্চে। এই বেঞ্চের অপর দুই বিচারপতি হলেন এ এম খানউইলকার এবং ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। সোমবার এই মামলার শুনানির শুরুতেই সুপ্রিম কোর্ট আধার আবশ্যিক করার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে আবেদন জানিয়েছে, সে সম্পর্কে প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্ট। সর্বোচ্চ আদালতের প্রশ্ন, সংসদে গৃহীত একটি বিষয় নিয়ে একটি রাজ্য প্রশ্ন তোলে কী করে? এদিকে আদালত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একজন ব্যক্তি হিসেবে তাঁর আবেদন জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। শীর্ষ আদালত অবশ্য এ ব্যাপারে কেন্দ্রকেও হলফনামা পেশের নির্দেশ দেয়।

আধার মামলা নিয়ে প্রশ্নের মুখে রাজ্য

উল্লেখ্য, অতিসম্প্রতি ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে সংবিধানের মৌলিক অধিকার বলে রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের নয় বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ। আধারের যৌক্তিকতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিবিশেষ শীর্ষ আদালতে আবেদন জানিয়েছিল। তারই ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট ওই নির্দেশ দেয়।

সরকার পক্ষের সিনিয়র অ্যাডভোকেট গোপাল সুব্রহ্মণ্যম এবং শ্যাম ধীওয়ান বলেন, আধার নিয়ে যারা আবেদন করেছে, তার শুনানি দ্রুত হওয়া দরকার। গত সপ্তাহেই কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়ে দিয়েছিল, সরকারি প্রকল্পে আধার আবশ্যিক করার শেষ দিন বাড়ানো হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বরের পরিবর্তে ওই দিন ধার্য হয়েছে ২০১৮ সালের ৩১ মার্চ। আবেদনকারীরা মোবাইল নম্বরের সঙ্গে আধার যুক্ত করে বেআইনি আখ্যা দিয়েছিল। আবেদনপত্রে তারা বলে, এটি অসাংবিধানিক এবং যারা সিবিএসই'র মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তাদের জন্য আধার আবশ্যিক করা হয়েছে। এটিও সংবিধান বিরোধী।

সামনায় জাতীয় সঙ্গীতের প্রশ্নে বিতর্কিত মন্তব্য

মুম্বই, ৩০ অক্টোবর : প্রকাশ্যে জাতীয় সঙ্গীতের প্রশ্নে শিবসেনার মুখপত্রে সোমবার লেখা হয়েছে, ভারত সর্বপ্রথম হিন্দুদের দেশ, তারপর অন্যান্যদের দেশ। শিবসেনার পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দুত্ববাদের পক্ষে হলেও অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ এবং কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে বা ঘরবাপসি এখনও কার্যকর হয়নি। এই দু'টিরই সমাধান হয়নি। উল্লেখ্য, আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত গত শুক্রবার ইন্দোরের এক অনুষ্ঠানে বলেন, হিন্দুস্তান হিন্দুদের দেশ। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এটি অন্যদের নয়। শিবসেনার মুখপত্র 'সামনা'র সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে, ভারত সর্বপ্রথম হিন্দুদের দেশ, তারপর অন্যদের। কারণ সারা বিশ্বে প্রায় ৫০টি দেশ রয়েছে মুসলিমদের। ক্রিশ্চিয়ানদের জন্য রয়েছে আমেরিকা, ইউরোপ। বৌদ্ধদের জন্য রয়েছে চিন, জাপান, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার। কিন্তু হিন্দুদের জন্য ভারত ছাড়া কোথাও জায়গা নেই। কেন্দ্রে হিন্দুত্ববাদীদের গরিষ্ঠ সরকার। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ নিয়ে ইচ্ছুক নয়, বরং এটিকে ছেড়ে দিয়েছে আদালতের ওপর। প্রকাশ্যে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো নিয়ে শিবসেনা সারা মহারাষ্ট্রে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটিয়েছে।

হাসিনাকে হত্যার চেষ্টায় ১১ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ ঢাকা দায়রা আদালতের

ঢাকা, ৩০ অক্টোবর : প্রায় তিন দশক আগে বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টায় দু'টি মামলায় ফ্রিডম পার্টির ১১ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল ঢাকা আদালত। এদের মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের খুনি খন্দকার আব্দুর রশিদ সহ বাকী ১০ জন। এদের মধ্যে হত্যার চেষ্টা সংক্রান্ত মামলায় ১১ জন আসামির প্রত্যেককে ২০ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে এবং বিস্ফোরক আইনের মামলায় বিচারপতি প্রত্যেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় শোনান। উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যা করা হয়। তারপরে তাঁর কন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর উপর মোট ১৯বার হামলা চালানো হয়েছে। ঢাকার চতুর্থ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা বিচারক মহম্মদ জাহিদুল কবির দু'দফায় দুই মামলার রায় ঘোষণা করেন।

১৯৮৯ সালে ধানমণ্ডি ৩২নং তৎকালীন আওয়ামি লিগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বাসভবনে গুলি এবং বোমা ছোড়ার ঘটনায় এই মামলা শুরু হয়। পরে তদন্ত করে পুলিশ হত্যার চেষ্টা এবং বিস্ফোরক দুই ধারায় মামলা দায়ের করে। সাজার আদেশ পাওয়া ১১ জন আসামির মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল খন্দকার আব্দুর রশিদ, মহম্মদ জাফর আহমেদ, হুমায়ুন কবির, মিজানুর রহমান, শাজাহান বালু, গাজি ইমাম হোসেন, খন্দকার আমিরুল ইসলাম কাজল, গোলাম সারোয়ার ওরফে মামুন, ফ্রিডম সোহেল, সৈয়দ নাজমুল, মাকসুদ মুরাদ ও জর্জ মিঞা।

রায় ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিত ছিল জামিনে থাকা মিজানুর, ইমাম হোসেন ও কাজল। কারাগারে থাকা মামুন, সোহেল, মুরাদ এবং জর্জ মিঞাকেও হাজির করানো হয়। রায় ঘোষণার পর এদের সবাইকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিচারক জাহিদুল কবির নাজিমুদ্দিনের বিশেষ এজলাসে হত্যার চেষ্টা সংক্রান্ত মামলার রায় ঘোষণা করে। এরপর জনসন রোডে মহানগর দায়রা জজ আদালত ভবনের এজলাসে ঘোষণা করা হয় বিস্ফোরক মামলার রায়। সব মিলিয়ে তিন দশক পরে এই রায়ের পর কার্যত খুশির হাওয়া ঢাকা জুড়ে।